গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আগস্ট/২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২২-০৯-২০২২
সভার সময়	সকাল-০৯.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২২-০৮-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আগস্ট/২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২২-০৮-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে অডিট ও মামলা সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। এ বিষয়গুলো নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বিদ্যুৎ বিভাগ, এনবিআর ও বিসিআইসি এর সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা ও সভা করা হচ্ছে। আগামী ২৭-০৯-২০২২ তারিখে এ বিষয়ে একটি সভা আহবান করা হয়েছে। উক্ত সভায় বকেয়া আদায়ের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বর্ধিত মূল্যে গ্যাস বিল আদায়ের বিষয়ে বিসিআইসির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, বিসিআইসি পূর্বের মূল্যে সার-কারখানাগুলোর গ্যাস বিল পরিশোধ করছে। ভবিষ্যতের জটিলতা নিরসনে বর্তমান মূল্যে গ্যাস বিল পরিশোধের লক্ষ্যে বিসিআইসির সাথে জোরালো আলোচনার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতি অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিত সভার পাশাপাশি ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং আগামী সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন/চলমান বিশেষ কার্যক্রমের তথ্য প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিদ্যুৎ বিভাগ, এনবিআর ও বিসিআইসি এর সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.২	* এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে ইতোমধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কোম্পানীসমূহ বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ উত্থাপন করেছে। এ পর্যবেক্ষণসমূহ পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সমন্বিতভাবে এ বিভাগে আসলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহ হতে বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের তথ্য সংগ্রহপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২৭-০৬-২০২২ তারিখে চূড়ান্ত নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগের মতামত অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, এলএনজি ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক প্রণয়ন করা হয়েছে। যেহেতু অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে সেহেতু বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি	(ক) কোম্পানীসমূহের বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহপূর্বক পেট্রোবাংলা দ্রুত এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। (খ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালা যেহেতু এপিএতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেহেতু অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) সকল কোম্পানীর Asset re-valuation কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় অবহিত করতে হবে। যাদের Asset re-valuation কার্যক্রম চলমান রয়েছে তাদেরকে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-২/ অপারেশন-৪ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট

	নীতিমালা প্রণয়ন/নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত সূচক ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ না দিয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে মতামত সংগ্রহপূর্বক নিষ্পত্তি করতে হবে। সভাপতি অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে মতামত সংগ্রহের নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে গত এক মাসে কি কি অগ্রগতি হয়েছে তা লাল কালিতে চিহ্নিতপূর্বক উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন যে, যে সকল কোম্পানী Asset re-valuation কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে তারা পত্রের মাধ্যমে জানাতে পারে এবং যারা শুরু করেনি তাদেরকে Asset re-valuation কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং আগামী সভায় এ সংক্রান্ত অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, আগামী ২৮-০৯-২০২২ তারিখে Asset re-valuation কার্যক্রম ও শেয়ার অফলোডের বিষয়ে দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, Asset re-valuation কার্যক্রম ও শেয়ার অফলোডের বিষয়ে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্কশপে এক্সপার্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই দপ্তর/সংস্থা হতে যাতে key পারসনদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়, সে বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।		

৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির ২য় সভা কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জানান যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে গত ২২-০৬-২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় বিষয়ে query করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত query'র জবাব পর্যালোচনার জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৯-০৯-২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার পর্যবেক্ষণ অনযায়ী জবাব প্রস্তুতপূর্বক পুনরায় এ বিভাগে প্রেরণের জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি সভার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রস্তাব সংশোধনপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২২-০৫-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের query'র জবাব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দ্রুত পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	* মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ড্যাশবোর্ড Upgrade এর বিষয়ে যে ভেন্ডর কাজ করছে, তারা কিছুটা কলক্ষেপন করছে। তাদেরকে কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে নতুন ভেন্ডরের মাধ্যমে Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হবে। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, তিনি হাইড্রোকার্বন ইউনিটে একমাস কাজ করার সুবাদে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে ড্যাশবোর্ড নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়না। ড্যাশবোর্ডে যে তথ্য রয়েছে তা অনেক পুরানো। সভাপতি ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা ও ড্যাশবোর্ডটি Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। * এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি লাইভে দেয়া হয়েছে এবং মামলার তথ্যাদি ইনপুট দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে এ বিভাগের বাজেট অধিশাখা হতে বিয়াম ফাউন্ডেশনে প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, বিয়াম ফাউন্ডেশনে প্রশিক্ষণ আয়োজন কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ। এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থায় কোন কম্পিউটার ল্যাব থাকলে সেখানে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, দশজন অংশগ্রহণকারীর হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে। ফলে দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। সভাপতি উপসচিব (বাজেট)-কে মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে ও ড্যাশবোর্ডটি Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুট প্রদানের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের বিষয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩/ বাজেট শাখা আইসিটি শাখা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.৫	বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, গত ৬ আগস্ট হতে এক শিফটে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে কোভিড ম্যানেজমেন্ট করে গত ২০-০৮-২০২২ তারিখ হতে তিন শিফটে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৩৫০০-৩৭০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। এই ফেইসের রিজার্ভ রয়েছে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে। কয়লার রিজার্ভ ও উত্তোলনের বিষয়ে পিডিবিকে অবহিত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী পাওয়ার জেনারেশন করার জন্য অবহিত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ টার্গেট অনুযায়ী কয়লা উত্তোলন সম্পাদিত হবে মর্মে তিনি অবহিত করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, এক্সপ্লোসিভের অভাবে মধ্যপাড়া পাথর খনি প্রায় সাড়ে তিন মাস যাবত বন্ধ রয়েছে। এক্সপ্লোসিভ আমদানির জন্য কয়েকবার টেন্ডার আহ্বান করেও কোন টেন্ডারার পাওয়া না যাওয়ায় জিটিসি'র সাথে এ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির আওতায় ইন্ডিয়া হতে এক্সপ্লোসিভ আমদানি করা হচ্ছে। আগামী ৫ দিনের মধ্যে এক্সপ্লোসিভ দেশে আসবে এবং পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যেই পাথর উত্তোলন শুরু করা সম্ভব হবে। সভাপতি কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে প্রেজেন্টটেশনের খসড়া ইতোমধ্যে কোম্পানী হতে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা হতে খসড়া দুটি যাচাই-বাছাইপূর্বক শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(ক) কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে দ্রুত প্রেজেন্টেশন প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল
৩.৬	এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অবলোকনের জন্য দেয়া হয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে শীঘ্রই এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা দ্রুত চূড়ান্তপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/

৩.৭	* বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগে বারংবার পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি সুরাহা হচ্ছে না। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে পুনরায় আরেকটি সভা আহ্বান করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। * ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার বোয়ালিয়া মৌজায় প্রস্তাবিত ১২.৮৮ একর জমি বন বিভাগের আওতামুক্ত কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ২৮-০৮-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম-কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম গত ৩১-০৮-২০২২ তারিখে মতামত প্রদানের জন্য রেঞ্জ কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড রেঞ্জ-কে অনুরোধ করেছে। বিপিসি ও এলপি গ্যাস লিঃ কর্তৃক এ ব্যাপারে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। শীঘ্রই বনবিভাগ হতে পত্র পাওয়া যাবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পুনরায় একটি সভা আহ্বান করতে হবে। (খ) বিপিসির অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে চিহ্নিত জমি অধিগ্রহণের সর্বশেষ কার্যক্রম আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ যুগ্মসচিব (প্র)/ অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.৮	সভায় সেপ্টেম্বর/২২ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি এবং সেপ্টেম্বর/২২ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, চলতি মাসের ৪ তারিখে অডিট আপত্তি কমানোর লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ফলপ্রসূ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে অডিট আপত্তি অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, উক্ত সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পালনের অংশ হিসেবে পেট্রোবাংলায় আজকে একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে এবং কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ছকে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক)অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। খ) গত ০৪-০৯-২০২২ তারিখে অডিট বিষয়ে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধন্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৯	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু হয়েছে সেহেতু সফটওয়্যারে ইনপুট দিলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি পেতে সহজ হবে। সভাপতি এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। * এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) সভায় জানান যে, বিভিন্ন জেলা প্রশাসকগণ হতে এ মাসে ১৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য পাওয়া গেছে। মোবাইল কোর্ট নিয়মিত পরিচালনা ও নিয়মিত রিপোর্ট এ বিভাগে প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকদের পত্র দেয়া হয়েছে। বিপণন কোম্পানীসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, আগষ্ট/২০২২ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানীসমূহ দেশব্যাপী মোট ৭৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ ৩৪টি, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ২২টি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানী ২১টি। ওজনে কম দেয়া এবং অন্যান্য ত্রুটিজনিত কারণে পিওসিএল ২৩টি, এমপিএল ১২টি এবং জেওসিএল ১০টি সর্বমোট ৪৫টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। ৩২টি ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। যুগ্মসচিব (অপারেশন) সভায় আরো জানান যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। শীঘ্রই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে একজন কর্মকর্তার নিয়োগ পাওয়া যাবে। * সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা সন্তোষজনক পাওয়ায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট ছকে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-৩ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১০	এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে ৯টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং টিমের সরেজমিন পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। এপিএ টিমের টিম লিডারের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রথম ত্রৈমাসিক শীঘ্রই শেষ হবে। সকল সূচকের বাস্তবায়ন যাতে যথাসময়ে সম্ভব হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ২০২২-২৩ অর্থবছরের চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। সভাপতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে।	সকল অনুবিভাগ এপিএ টিম/ ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১১	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' শীর্ষক খসড়া বিলটি বিলটি জাতীয় সংসদের গত ০৫-০৬-২০২২ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়েছে। বিলটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গত ১৪-০৬-২০২২ তারিখের সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটির সভার পর্যবেক্ষণ নিয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০১-০৮-২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে গত ০৪-০৮-২০২২ তারিখে স্থায়ী কমিটির পুনঃ সভা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে সর্বশেষ হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' এর খসড়া বিলটির বিষয়ে সর্বশেষ হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা

৩.১২	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। আগস্ট/২২ মাসে ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীতে ২৬৩৪টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ৩২১০টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ১১৫৮৪টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১২.৫ কি.মি. ও অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১৫টি। সভায় আগস্ট/২২ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। বকেয়া আদায় সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে মর্মে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় জানানো হয় যে, সরকার প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় অব্যাহত রয়েছে এবং এ কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে। সভাপতি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, বিইআরসি'র ট্যারিফ অনুযায়ী বিসিআইসি কর্তৃক গ্যাস বিল পরিশোধের বিষয়ে সভার শুরুতে আলোচনা হয়েছে। তাই বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/ বিপিসি/ বিপণন কোম্পানি/ জিটিসিএল
৩.১৩	বিবিধ আলোচনা: * উপসচিব (অপারেশন-১) সভায় জানান যে, তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ/জিওগ্রাফিক লোকেশনসহ) সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩০-০৮-২০২২ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত ডাটাবেজ এর বিষয়ে প্রেজেন্টশন প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় ফিলিং স্টেশনের পাশাপাশি সিএনজি ফিলিং স্টেশনকেও জিপিএস এর আওতায় আনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আরপিজিসিএল-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি এ কার্যক্রমের সর্বশেষ হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ড্রাফট কপি প্রেস হতে পাওয়া গিয়েছে। ড্রাফট কপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য দেয়া হয়েছে। দ্রুত কারেকশনগুলো পেলে বার্ষিক প্রতিবেদনের চূড়ান্ত প্রিন্ট কপি করা হবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, পেট্রোবাংলার বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি বর্তমানে প্রেসে রয়েছে। * মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে,	(ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের বিভাগ/ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের সর্বশেষ হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্য পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্যাদি ও বুয়েটের সাথে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের এমওইউ স্বাক্ষরের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) শেখ রাসেল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দফতরকে এখন-ই কাজ শুরু করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	বুয়েটের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করার জন্য একটি খসড়া এমওইউ প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া এমওইউটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া, এমওইউটি বুয়েটের সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হবে। সিন্ডিকেটে অনুমোদন পেলে এমওইউটি স্বাক্ষরিত হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। * এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, আসন্ন শেখ রাসেল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা কর্তৃক পেরিত কর্মসূচি আইসিটি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। * পরিচালক (অপারেশন), পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে সরাসরি আলোচনা করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। * চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ঙ) দেশের সকল ফিলিং স্টেশনে শেখ রাসেল দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়সহ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতির বিলবোর্ড /স্ট্রাকচার স্থাপন করতে হবে। চ) এ বিভাগ থেকে শেখ রাসেল দিবস পালনের কর্মসূচি গহণ করতে হবে। (ছ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে দ্রুত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে। (জ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিএসল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.৪২৬

তারিখ: ১৬ আশ্বিন ১৪২৯
০১ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৩) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৫) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৬) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ

১২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৪) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

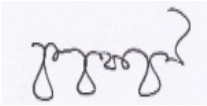

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব